গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বান্দরবান সদর উপজেলা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা
(sadar.bandarban.gov.bd)

<u>বান্দরবান সদর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণীঃ</u>

সভাপতি ঃ শারমিন আক্তার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

সভার তারিখ ঃ ১৭ জানুয়ারি ২০১৮

সময় ঃ সকাল- ১০.৩০ টা

সভার স্থান ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষ, বান্দরবান সদর

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট- ‘ক’

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। পরিশেষে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>আলোচ্য বিষয় ও পর্যালোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td><u>তুলনামূলক অপরাধচিত্র সংক্রান্তঃ</u>
অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা কর্তৃক দাখিলকৃত বান্দরবান সদর উপজেলার তুলনামূলক অপরাধচিত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অপরাধচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিসেম্বর/২০১৭ মাসে মামলা হয়েছেঃ নারী ও শিশু নির্যাতন- ০২, মাদক দ্রব্য- ০৪, পুলিশ আক্রান্ত- ০১, সিধেল চুরি- ০১ এবং অন্যান্য- ০২টিসহ সর্বমোট- ১০টি। পক্ষান্তরে, নভেম্বর/২০১৭ মাসে মামলা হয়েছেঃ নারী ও শিশু নির্যাতন- ০২, মাদক দ্রব্য- ০৩, দস্যুতা- ০১, দ্রুত বিচার- ০১, চুরি- ০১ এবং অন্যান্য- ০৪টিসহ সর্বমোট- ১২টি। অপরাধ রোধ কল্পে বিভিন্ন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।</td><td>বিভিন্ন অপরাধ মূলক তৎপরতা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন, স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।</td><td>অফিসার-ইন-চার্জ, বান্দরবান সদর থানা, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান, কারবারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td colspan="3"><u>গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্তঃ</u>
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.০৯.২০১৬-৪৩২ তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন গ্রাম আদালতসমূহের ডিসেম্বর/২০১৭ মাসের কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়।
<table>
<tr><th>ক্রমঃ</th><th>ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম আদালতের নাম</th><th>পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের</th><th>বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>মোট মামলার সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>১নং রাজবিলা ইউনিয়ন গ্রাম আদালত</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০৪</td><td></td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>২নং কুহালং ইউনিয়ন গ্রাম আদালত</td><td>২০</td><td>০০</td><td>২০</td><td>০৫</td><td>১৫</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়ন গ্রাম আদালত</td><td>০২</td><td>০৪</td><td>০৬</td><td>০৩</td><td>০৩</td><td></td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>৪নং সুয়ালক ইউনিয়ন গ্রাম আদালত</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন গ্রাম আদালত</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০০</td><td></td></tr>
</table>
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী সাধারণ জনগণ বিনা খরচে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এবং নিজেদের দোরগোড়ায় ন্যায়-বিচার পেতে পারেন। কাজেই বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।</td></tr>
</table>

০৩.	**সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিঃ** ক) বান্দরবান সদরের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সে দিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন বিষয়কে তুচ্ছ ঘটনা হিসেবে অবহেলা করা যাবে না। এ জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা রাখার জন্য সভাপতি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অফিসার-ইন-চার্জ, বান্দরবান সদর থানা, জানান বান্দরবান সদরের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো। তথাপি অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত কার্যক্রম এবং পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত আছে। পাশাপাশি তিনি জনগণকে সচেতন সচেতন হওয়ার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন।	সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এ কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। যে কোন অপরাধ দমনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ জন্য পুলিশি তৎপরতা ও নিয়মিত টহল অব্যাহত রাখার জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানাকে অনুরোধ করা হয়।	অফিসার-ইন-চার্জ, বান্দরবান সদর থানা এবং সংশ্লিষ্ট সকল
	খ) সভাপতি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, অবৈধ মজুদ ও মূল্য বৃদ্ধি, ভেজালযুক্ত তৈরি খাবার ও পণ্য পরিবেশন রোধে The Control of Essential Commodities Act, 1956, The Essential Articles (Price Control and Antihording) Act, 1953 এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বিধানগুলো যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে মোবাইল কোর্ট আইন- ২০০৯ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট আইনগুলো যথাযথ ও প্রয়োগসিদ্ধভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, (১) মাদক ও চোরাচালান রোধে, (২) ঈভটিজিং প্রতিরোধে, (৩) অসুস্থ/অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ভিডিও পাইরেসি রোধে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	১। ভেজালযুক্ত তৈরী খাবার ও পণ্য পরিবেশনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক হতে এবং খাবারে ভেজাল রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া, বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিতভাবে বাজার তদারকির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রির বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ ইত্যাদিতে ফরমালিন, এরোসল, কার্বাইডসহ যাবতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো রোধ কল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন বিএসটিআই এর প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ও অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা ও সংশ্লিষ্ট সকল
০৪.	**জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মতৎপরতাঃ** চলমান কার্যক্রম হিসেবে জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের কুফল সম্পর্কে সভাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। লস্কর-ই তৈয়েবা, হরকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাহরীর, জেএমবি ও পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত দলসমূহের অবৈধ তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বিষয়টি নিয়মিত উপস্থাপন করে জনগণকে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে যাতে কেউ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/মসজিদের মাইকের অপব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সভাপতি আহ্বান জানান। তিনি আরো জানান, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের নামে কোন ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা যাবে না এবং উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান থেকে সকলকে বিরত রাখার বিষয়ে সচেতন নাগরিকের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া, টার্গেট কিলিং এর মত জঙ্গী বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। জঙ্গিবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, এনজিও সংস্থা ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২। জঙ্গিবাদ বিষয়ে প্রতি শুক্রবাদ মসজিদে জুমার নামাজে খুতবা পাঠের মাধ্যমে সচেতনতামূলক আলোচনা অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইমাম সাহেবেরা যাতে কোন বিতর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করতে না পারে তা উপস্থিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সনাক্তকরণের উপরও আলোচনা করার জন্য ইমামদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বান্দরবান, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, এনজিও সংস্থা এবং ঈমাম/ধর্মীয় প্রধান/পুরোহিত, সকল ধর্মীয় উপসনালয় ও দায়িত্বশীল সকল ব্যক্তি।
০৫.	**মায়ানমারের নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্তঃ** মায়ানমারের রাখাইন ও আরাকান রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে মায়ানমার এর নাগরিক তথা রোহিঙ্গারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে দেশে জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কাজেই অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী মায়ানমার নাগরিকদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যেহেতু সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে প্রত্যার্পণ (পুশব্যাক), পূর্নবাসন করবেন, সেহেতু	অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত হালনাগাদ তালিকা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা ইউপি চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি সদস্য, হেডম্যান, কারবারী, এনজিও সংস্থাসহ শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।	বিভাগীয় কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি সদস্য, হেডম্যান, কারবারী, এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল, বান্দরবান সদর

	আগত রোহিঙ্গাদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত তালিকা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা ইউপি চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি সদস্য, হেডম্যান, কারবারী, এনজিও সংস্থাসমূহ অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় আগত রোহিঙ্গাদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অবৈধভাবে বসবাসকারীদের চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। এক্ষেত্রে, বিভাগীয় কর্মকর্তা, শিক্ষক বা দায়িত্বশীল যে কেউ রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে তথ্য জানাতে পারেন। সভাপতি আরো জানান, মায়ানমান নাগরিকদের সাথে কোন অবস্থাতেই যাতে কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হন সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।		
০৬.	**ইভটিজিং বন্ধকরণঃ** নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে ইভটিজিং এর বিষয়ে সভাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, ইভটিজিং মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনগণকে মোটিভেশনের মাধ্যমে সচেতন করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।	১। ইভটিজিং কে সামাজিকভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা, ইউ.পি চেয়ারম্যান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
		২। স্কুল চলাকালীন উশৃঙ্খল আচরণকারী বখাটেরদের চিহ্নিত করে তাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ হতে সতর্ক করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ পরও কারো উশৃঙ্খল আচরণ অব্যহত থাকলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল), বান্দরবান সদর
০৭.	**নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তঃ** নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। নারী ও শিশু পাচার রোধে সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করার জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানাকে অনুরোধ করা হয়।	অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা, বান্দরবান
		২। বাল্যবিবাহ রোধসহ কোন নারী ও শিশু যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া, মোটিভেশনের মাধ্যমে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা, চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান, কারবারী ও কাজী (সকল), বান্দরবান সদর
০৮.	**মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পাচার রোধকরণঃ** যেসব এলাকায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে মদ উৎপাদন ও বিক্রি করা হয় সেসব এলাকায় অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	মাদক দ্রব্য উৎপাদন, ব্যবহার এবং পাচার রোধে চিহ্নিত স্থানগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি মাদক সেবীদেরও আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা, সহকারী পরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বান্দরবান
০৯.	**মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসনঃ** মানব পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মানব পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও সমাবেশ ইত্যাদিতে বিষয়টি নিয়মিত উত্থাপন করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনশক্তি জরিপ অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান, বান্দরবান
১০.	**বিবিধঃ** ক) বান্দরবান শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রাস্তাঘাটে অবাদ পশুর বিচরণ, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা প্রতিরোধ করা এবং স্ব স্ব অধিক্ষেত্রাধীন এলাকা নিয়মিত পরিস্কার করার জন্য সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, বান্দরবান বাজারসহ পৌর এলাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে যানজট মুক্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে	বান্দরবান শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সড়কে অবাদ পশুর বিচরণ রোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেয়র, বান্দরবান পৌরসভা মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, রাস্তা ও ফুটপাতে দোকানপাট বসা, অবৈধ দখল, ড্রেইনের ঢাকনার উপর মালামাল রাখা ইতাদির বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের	মেয়র, বান্দরবান পৌরসভা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অফিসার-ইন-চার্জ, সদর থানা, সভাপতি, ব্যবসায়ী সমিতি/যানবাহন

	সমন্বয় করে ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	সিদ্ধান্ত হয়।	মালিক সমিতি, বান্দরবান
	খ) সভাপতি জানান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের সকল খানা'র আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক তথ্য সংগ্রহ করে একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার তৈরি করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা এবং নেত্রকোণা জেলায় ১৪ জানুয়ারি থেকে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ তথ্যভান্ডার দেশের খানাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক চিত্র ও উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে সহায়তা করবে, যা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়ক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সরকারের অন্যান্য সেবাসমূহ দ্রুত জনগণের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এ তথ্যভান্ডার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করবে।	১। তথ্য-সংগ্রহকারী যে সকল তথ্য জানতে চাইবেন সেগুলো সঠিক ও নির্ভুল তথ্য দেয়া এবং অন্যকেও তথ্য দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে। ২। মায়ানমারের নাগরিক তথা রোহিঙ্গারা যাতে উক্ত খানা তথ্যভান্ডার শুমারিতে কোন অবস্থাতেই অন্তর্ভূক্তি হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।	সংশ্লিষ্ট সকল

উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(শারমিন আক্তার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি
বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
সেলফোনঃ ০১৮২১৩৯৭৯২৮
ফোন নম্বর- ০৩৬১-৬২৪০৪ (অফিস), ফ্যাক্স নম্বর- ০৩৬১-৬২৯৯৪
E-mail: unobandarban@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪২.০৩১৪.০০১.০২.০৩৩.১৮-৩৩ তারিখঃ ২১/০১/২০১৮

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ</u>

১। মাননীয় সংসদ সদস্য ও মূখ্য উপদেষ্টা, উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২। ব্রিগেড কমান্ডার, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৩। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৪। পুলিশ সুপার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৫। পরিচালক, ডিজিএফআই, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপদেষ্টা, উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, বান্দরবান সদর।
৭। মেয়র, বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৮। উপপরিচালক, এনএসআই, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৯। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা, উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, বান্দরবান সদর।
১০। .... (সংশ্লিষ্ট সকল)
সদর, বান্দরবান।
১১। অফিস কপি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বান্দরবান সদর উপজেলা।